জেএসসি-জেডিসিতে বিষয় ও নম্বর কমল

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , শুক্রবার, ০১ জুন ২০১৮

অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেটে (জেডিসি) তিনটি করে বিষয় ও পরীক্ষার নম্বর ২০০ কমানো হয়েছে।

গতকাল সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভা শেষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহবার হোসাইন সাংবাদিকদের বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সংগঠন আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সুপারিশের আলোকে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা থেকে সাতটি বিষয়ে মোট ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তাব করেছে। সেটি আমরা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

জেএসসি ও জেডিসিতে এতদিন বাংলা ও ইংরেজির দুটি করে পত্রে ১৫০ করে নম্বরের পরীক্ষা হতো। নতুন সিদ্ধান্তের পর এখন বাংলা ও ইংরেজিতে আর আলাদা পত্র থাকবে না। একেকটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

এছাড়া জেএসাস ও জোডাসর চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

শিক্ষা সচিব জানান, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ১০টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হতো শিক্ষার্থীদের। এখন বাংলা ও ইংরেজির দুটি এবং চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা আর দিতে হবে না। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জেএসসিতে এখন ৮৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৬৫০ নম্বর এবং জেডিসিতে ১০৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে শিক্ষার্থীদের। তবে গণিত, ধর্ম, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষা আগের মতো আগের নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

সচিব সোহরাব হোসাইন জানান, ‘বাংলা ও ইংরেজির বিষয় কমায় ১০০ নম্বরের জন্য সিলেবাস নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে।’

চলতি বছরে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এমসিকিউ থাকবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা সচিব বলেন, ‘হঠাৎ করে এমসিকিউ বাদ দেয়া যাবে না। তবে আমরা সিস্টেমে পরিবর্তন আনবো। এমন হতে পারে এমসিকিউ এক লাইন লিখতে হবে।’

পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর কমানোর কারণ সম্পর্কে শিক্ষা সচিব আরও বলেন, ‘বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের ওপর লেখাপড়ায় চাপ দেয়া হচ্ছে। এসব বিষয় আমলে নিয়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় বিষয় ও

নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এখানে শিখন ফলাফল অক্ষুন্ন রেখে নম্বর এবং বিষয় কমানো হয়েছে, যাতে একজন শিক্ষার্থী সঠিক শিক্ষাটা আয়ত্ম করতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য যেন ব্যাহত না হয়।'

শিক্ষা সচিব বলেন, '২০১৯ সালে আমরা কারিকুলামে হাত দেবো। তখন আরও বড় আকারে বিষয় কমবে। কারণ তখন আমরা সবকিছু ভাবনা চিন্তায় রেখেই কারিকুলাম করবো, যাতে শিক্ষার্থীরা চাপে না পড়ে।'

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ?উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বুয়েটের সাবেক শিক্ষক ড. ইনামুল হক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক ছাড়াও এনসিসিসির সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।